এতো রঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু ব্যাঙ্গে ভর
া ঃ একটি সমকালিক চালচিত্র

বটকৃষ্ণ দে

দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গের আগে অখণ্ডিত বঙ্গভূমির আইনগত কী নাম ছিল, হঠাৎ করে তা মনে না পড়লেও (ইংরেজিতে Bengal,বাংলায়, বঙ্গ কি? না বঙ্গদেশ?) ১৯৪৭ - এ দু-ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম ভূ-খণ্ডের নামকরণ হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ', যদিচ পূর্বভাগটির সাংবিধানিক নাম ছিল 'পূর্ব - পাকিস্তান।' 'বঙ্গ' কর্তারা। আর, আমাদের কর্তারা যুক্তি - করণের আগা বা পিছা না ভেবেই আগে বঙ্গ প্রদেশের ভারতভুক্ত পশ্চিম অংশটির নাম দিল 'পশ্চিমবঙ্গ'। পূর্ববঙ্গ বলে কিছু না থাকলেও। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের পর শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দেশের নাম রাখলেন 'বাংলাদেশ'। অস্তিত্বহীন বঙ্গকে 'পশ্চিম' বিশেষণে বিভূষিত করে আমরা বেশ নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলাম 'করিব - করিব' ষাট বছর! (পূর্ব ও পশ্চিম আবার মিলে-মিশে এক দেশ এক জাতি এক প্রাণ হওয়ার ক্ষীণ (দু-) রাশায়?)

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে বা কিছু বলতে কি লিখতে গেলে প্রথমেই এই অকারণ 'কনট্রাডিক্‌শন্' - এর কথা মনে আসে। বাঙালিদের মধ্যে 'হ্যামলেটীয়' 'টু-বি-আর নট-টু-বি' কিংবা 'টু-ডু-অর-নট্-টু-ডু-জাতীয় মানসিকতা এমনই পরিবর্তন - পরিপন্থী এবং বিতর্কবিলাসী যে একটা সাধারণ নামকরণকেও এক অসাধারণ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সমস্যায় রূপান্তরিত করে। তাই, অন্যত্র যেখানে এক রাত্রিতে বরোদা বাদোদরা, মাদ্রাস চেন্নাই, ত্রিবান্দম তিবনান্তপুরম হয়ে যেতে পারে, সেখানে 'রাজ'-এর সময়কার Calcutta-র বঙ্গানুবাদ 'কলিকাতা' হবে, না, 'কলকাতা' হবে)এবং কলকাতার 'ক'-এ 'ও' কার হবে, কি হবে না তাই নিয়ে চুলোচুলি শু হয়ে যায়। কোনটা ইতিহাস সম্মত আর কোনটা ব্যাকরণদুষ্ট, ফোনেটিক্‌স্ অনুযায়ী কোনটি মিষ্টি সুশ্রাব্য বা ঠিক, তার চুলচেরা বিচার করতে করতেই যুগ কাবার! যে জিনিস অন্নপ্রাশনের সময় সমাধান বা সুরাহা হতে পারত (বা হওয়া উচিত ছিল) তার সমাধান করতে - করতে সেই সন্তানের বিবাহ হয়ে গেল এবং সে নিজে সন্তানের পিতাও হয়ে গেল। দীর্ঘসূত্রিতা, তোমার নাম বাঙালি! 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি তার এক প্রমাণ।

চিন্তনে মননে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মমনস্কতায় ব্যবহারিক জীবনে বাঙালির অবনমন আজকের নয়, বহুদিনের, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র এই জাতীয় অর্থাৎ এঁদের সমগোত্রীয় দিকপাল পথিকৃৎ সংস্কারমনস্ক প্রগতিপন্থী চিন্তানায়ক কর্মবীর বাঙালির নাম মনে করতে গেলে মস্তিষ্কে যথেষ্টই চাপ পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতায় হাল আমলের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, আর অমর্ত্য সেন অবশ্য - স্মর্তব্য -- তাঁরা স্বকীয় কৃতিত্বের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। (জন্মসূত্রে অমর্ত্য বাঙালি ঠিকই, কিন্তু কর্মসূত্রে? যে কর্মাবলী তাঁকে অমরত্ব এনে দিল, তা?)। কিন্তু, একশ বছরে একজনের অসাধারণত্ব বাঙালি মনীষার গড় নির্ধারণ করতে পারে না। যেমন পারে না সংস্কৃতি র নির্ণায়ক হতে।

আমরা প্রায়শই বাঙালির সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধী, সৃজনীশক্তির ঐতিহ্য নিয়ে বড্ড জোর গলায় কথা বলি, অতীত নিয়ে গর্ব করি। শুধু অতীত নিয়েই। কিন্তু বর্তমান ? বর্তমানের বুদ্ধিজীবীরা কোথায়, তাঁরা কেমন, তাঁরা কী ভাবেন, কী বলেন, কী তাঁদের চরিত্র? নোবেল বিজয়ী (পিতৃ-পিতামহ সূত্রে ভারতীয়) সাহিত্যিক ভি.এস.নইপাল ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় কলকাতা সম্বন্ধে লিখছেন ঃ

'Politics swamped that (intellectual) life, what should have been a flame in independent India in now only a flicker.

Communist Calcutta rots and rots in the most shameful way…

নইপাল আরো বলেছেন ঃ

'More fearfully, for our independent world, the poorer clients of Arab faith in various countries have been made to believe that the substitute for education is the faith itself. … Boys can be trained by semi-literate man… to be killing machines and human bombs'.

এই faith'-এর জায়গা Marxismবা M-L-ideologyবসিয়ে দিলেন , আমরা কি পশ্চিমবঙ্গের চিত্র দেখতে পাই না? এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি নির্বাসিত, রবীন্দ্রনাথ বহিষ্কৃত, স্কুলগুলির শিক্ষাকর্তারা প্রায় সবাই মার্কসবাদী 'মোল্লা'! এখানকার নতুন নীতি ও পরিবর্তিত সংস্কৃতিতে বাদী - বিবাদী বলে কিছু থাকবে না, সবাইকে হতে হবে মার্কস (বা মাও) বাদী। যদি জীবনে প্রগতি করতে চাও, লাল ঝাণ্ডা উঠাও! নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত সর্বত্রই বুঝি এই 'বার্তা রটি গেল ত্রমে'। সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রে এই অনুপ্রবেশ নেই ?

আমাদের দেশ সম্পর্কে মরমী নইপালের ভাষা ওঁরই ভাষায় আরেকটু শুনি ঃ

'In fact if we go by the experience of some other countries, increasing material wealth might start laying bare many of the conflicting nostalgias and sources of old pain that poverty and subjection half covered up… This is a potentially dangerous time and now, more than ever, India needs sound intellectual life which is not automatically created by a large number of educated people. (India needs to) understand their own country and more important have more profound

understanding of their history, their post, their art, paintings, architecture, literature and epics.
ভারতের পক্ষে যা প্রযোজ্য, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা ততোধিক প্রযোজ্য। কেননা পশ্চিমবঙ্গের অসম্পূর্ণতা ষোলো আনা। কে না জানে, যে রাজ্য একদিন ভারতের অগ্রগণ্যদের দলে ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রণীতম, সে-ই এখন পিছড়ে - বর্গের একজন হয়ে মুখ থুবড়ে ধূলিলুণ্ঠিত! 'বিমা' (Bimaru) স্টেটদের সমগোত্রীয় একজন। কোন সে মানদণ্ড - তা আবিষ্কার করাও যে ভার -- যার নিরিখে বঙ্গদেশ একটু উপরে পৌঁছতে পারে! কী সেই ক্ষেত্র --সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক -- যেখানে বাংলা মাথা উঁচু করে বলতে পারে, আমরা প্রথম সারিতে!! জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমরা সবচেয়ে আগে!!!
শিক্ষা? ছাত্ররা দলে দলে কলকাতার বাইরে ছুটেছে। চিকিৎসা? পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে চুর-চুর, তাই যারা পারছে, তারা বাইরে পা বাড়াচ্ছে। প্রশাসন? কজন বাঙালি সর্বভারতের প্রতিযোগিতায় সফল? সংস্কৃতি? জাতীয় স্তরে কজন ধ্রুপদী গায়ক, কজন বাঙালি নৃত্যশিল্পীর নাম করা যায়? অর্থনীতি? পুরোটাই অন্যের হাতে। হায়রে, আমরা বুঝি কলকাতাতেও বসতবাড়ি হারাতে বাধ্য হব কিছু সময়ের মধ্যেই। এখন, নিজভূমে যে পরদেশী -- অচিরেই নির্বাসনের খড়্গ ঝুলছে মাথার উপর। এই কলকাতায় অধুনা যে হারে বাঙালির সংখ্যা কমছে এবং অবাঙালি ভাষার প্রচলন বাড়ছে (এবং তার দাপট) তাতে ভাষা নিয়ে আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ আছে। কী বলেন আপনারা -- বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা? বুদ্ধিজীবীরা মানে, সবাই জানে, যে বুদ্ধিবলে জীবিকা নির্বাহ বা কার্যসাধন করে অর্থাৎ জীবন ধারণ করে। এই আক্ষরিক অর্থের উপরেও সমাজে বুদ্ধিজীবী মানুষদের ধরে নেওয়া হয়, তারা জ্ঞানে - গরিমায়, শিক্ষায় - দীক্ষায়, মতবাদে - আদর্শে, বহুদর্শিতায়, এমন কি সত্যনিষ্ঠায় অভিভূষিত। তারা প্রজ্ঞাবান, মননে গভীর, সিদ্ধান্তে অনড়, চরিত্র গুণে বিশিষ্ট। বলুনতো, এত গুণের সমাহার ক'জন মানুষে মেলে? তাই এই সংজ্ঞাকে Benchmark বা ideal model হিসেবে ভাবাই ভালো, বাস্তবে যে এদের দর্শন পাওয়াই ভার। বিশেষ করে, গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, বঙ্গদেশে! এখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি রাজ - ভজনায় নিয়োজিত, যার জন্য স্পষ্টবাদী দুর্মখরা এখানকার এখানে বুদ্ধিজীবীদের 'বুদ্ধ-জীবী' আখ্যা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঁচতে হলে 'বৌদ্ধ' হও! নইলে ডালহৌসির (কী প্রখর বুদ্ধির প্রয়োগে তা যে বিবাদীবাগ' -এ পর্যবসিত!) লালবাড়ির কৃপাদৃষ্টি পাওয়া অসম্ভব -- আপনার আর শিক্ষক - অধ্যাপক - চিন্তক - গায়ক - নর্তক - চিকিৎসক হওয়া, হলো না! গীতার বাণী ছিল 'সর্ব কর্মফল, শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে', একালের বঙ্গ - বাণী হল ঃ 'সর্ব - বুদ্ধি - ফল শ্রীলাল - পদে সমর্পণ করো।' মার্কসীয় বাণিজ্যের যুগে লাল -ই যে এখানকার সর্বশক্তিধর 'লাল'! তার ফল? সর্বত্রই দৃশ্যমন! সমাজের স্তরে - স্তরে,, জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে । Confederation of Indian Industry (CII)-র হয়ে গবেষিত একটি হালের সমীক্ষায় ভারতবর্ষের ৩৬টি শহরের মধ্যে ব্যবসা - বাণিজ্য - আর্থিক কার্য ইত্যাদির নিরিখে, কলকাতার স্থান ১১। দিল্লী - বম্বে - চেন্নাই - ব্যাঙ্গালোর তো বটেই, এমন কি চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, কয়েম্বেটোর, কোচিন, পুণেও আমাদের শহর -এর উপরে! আরো শুনবেন? 'রোড - ট্র্যান্সপোর্ট' -এর মানদণ্ডে কলকাতা ৩৬ তম, অর্থাৎ সর্বনিম্নে। 'কমিউনিকেশন'-এ ২৪, 'প্রফেশন্যাল এডুকেশন'-এ ১১, 'প্রাইভেট ফিনান্স' -এ ১৩। বুঝতেই পারছেন, 'একদিন তিনি কী ছিলেন, আজ কী হইয়াছেন।'
এই সমীক্ষা, ওই পরিসংখ্যান দেশের অন্য শহরের সঙ্গে কলকাতার তুলনামূলক অবস্থানকে -- প্রায় পঁচিশটি variables-এর বিচারেতুলে ধরেছে। কিন্তু কলকাতার মধ্যে বাঙালির স্থান নিয়ে সমীক্ষা হবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি বেসরকারি***
কলকাতারই একটি ইংরেজী পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের থেকে নিম্ন উদ্ধৃতিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ মনে করি ঃ /ঁষ্ঠস্তজ প্তস্তুন্দ্ধ, Calcutta was India's Cinderella city – dirty, স্তুত্তব্দদ্ধস্তু,ত্রুস্তু স্তুস্ফক্র — প্পব্জস্পন্দব্ধ স্তুস্পপ্পস্দ্রব্জন্দব্দস্তু ব্ধস্প ভ্রন্দব্দপ্তুপ্তু — ড়ন্দব্দপ্তুন্দব্দস্তু Delhi, Mumbai and ন্দব্দভ্রন্দ্রক্সব্ধপ্তুন্দব্দস্তু Bangalore. Those who wanted to move on in life left it স্তুব্ধড়ন্দস্তু. বড়স্পব্দন্দ ভ্রড়স্প ব্দব্ধ্রস্তুব্দস্তুব্রক্তুস্প ব্দত্তুন্দ্রন্দ্রন্দব্জন্দব্দস্তু ন্দ্রব্জস্পপ্প্র ব্দন্দক্তব্দন্দ স্পন্দ্র ন্দ্রব্রপ্তুত্তব্জন্দব্ক 'কলকাতান'দের কাছেও কলকাতা এখন অসাফল্যেরই প্রতীক। ব্যাপারটা ভাববার, তাই না?
***সংস্থার সমীক্ষা চলছে, কলকাতার জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ ও আজ আর বাঙালি নয়। অর্থাৎ প্রতি দু'জন কলকাতাবাসীর মধ্যে একজন হলেও হতো পারে। কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চল থেকে বাঙালি আজ প্রায় উধাও! এছাড়া অভিজাত পাড়ার বড় বড় বাংলো এবং বনেদী বাড়ির প্রায় কোনটাই এখন বাঙালির আয়ত্তে নেই, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মালিকানাও হাতবদল হয়ে গেছে। যেমন হয়েছে (এবং হচ্ছে) কলকাতার সল্টলেকে এবং দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কে। অধুনা, কলকাতায় বহু - তল (এমন কি ত্রিশ - চল্লিশও ছাড়াচ্ছে কোথাও কোথাও) অট্টালিকা, আর, নানান নামের, রঙ - বর্ণ - ও - কায়দার 'সিটি' বানাবার ধূম পড়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকারি সহায়তায় 'প্রমোটর' গোষ্ঠী যেন 'উন্মত্ত' প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এবং এটা কারো অজানা নয় -- শিশুরও না - যে, এই প্রভূত বিত্তশালী 'বিল্ডার' শ্রেণীর মধ্যে একজনও বাঙালি নেই। থাকবে কোত্থেকে? বড়বাজার-এর সীমারেখা বড় হতে হতে আজ কলকাতা তোবটেই, প্রায় বাংলাতে প্রসারিত হয়ে গেছে। অর্থনীতির চাবিকাঠি এখন আর ডালহৌসি স্কোয়ারেও নয়, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটেও নয়। প্রত্যেক বাঙালির মাথা আজ অন্য কারো কাছে বন্ধক রাখা আছে। Media hype থেকে তো মনে হয়, ঊষা উত্থুপ অরা জুন মালিয়াই হালবাংলার প্রতিনিধিমূলক সংস্কৃতি - ব্যক্তিত্ব! বাঙালির সর্বঘটে এঁরা সব 'বুদ্ধির' আকর। চলা চলে Bengalees Cultural Ambassador,
অথচ, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি গরীব - কৃষকমজুর এবং অসহায় নিম্ন মধ্যবিত্ত (এই মুদ্রাস্ফীতির যুগে, আসলে বিত্তহীন) বর্গকে রামধনুর মতো নানা রঙের ঝলমলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন। বলেছেন ঃ
(১) দক্ষিণ চবিবশ পরগণার সোনারপুরের কাছে গড়ে উঠবে 'হেল্থ সিটি'। সর্ব অসুখহর 'স্বাস্থ্যশহর'!
(২) উত্তর (বুঝি বা দক্ষিণ) চবিবশ পরগণায় (না কি অন্য কোথাও?) তৈরী হবে 'নলেজ সিটি!' সর্বজ্ঞানদায়ী 'শিক্ষা শহর'!
তবে আর কি? ব্যস, পশ্চিমবাংলার দুটি সবচেয়ে বড় সমস্যা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, দুয়েরই তো সমাধান হয়ে গেল! হে দরিদ্র বঙ্গ-বাসী, তোমাদের আর চিন্তা নেই। এখন থেকে তোমরা স্বাস্থ্যবান সুপুষ এবং যৌবনোচ্ছল নারী হবার স্বপ্ন দেখা শু করতে পার। ডেঙ্গু - ম্যালেরিয়া -- 'অজানা জ্বরের মহামারী' তোমাদের আর জ্বালাবে না। জেলায় - মহকুমায় - গ্রামে - গঞ্জে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাজ কক বা না কক, সেখানে ডাক্তার নার্স - কর্মী অথবা ওষুধপত্র যাক না যাক, তোমাদের সর্ববিধ অসুখ - অপুষ্টি - শিশুমৃত্যু কোনও কিছু নিয়ে মাথা ব্যথার (বা ঘামাবার) কারণ রইল না! হেল্থ সিটি তো হচ্ছে --- যাকে বলা চলে 'স্তুত্তব্জন্দ —ত্রপ্তুপ্তু ন্দব্পুন্প্রনক্ত'ক্ক
শিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা? বাপ - মায়েদের সময় এসেছে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার। দরিদ্র ছাত্র, অনুসূচিত জাতি - জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রদের আর অশিক্ষা - কুশিক্ষার শিকার হতে হবে না। 'নলেজ - সিটি' হয়ে গেলে স্কুল - বাড়ি থাকুক বা না থাকুক, থাকলে তার ছাদ দিয়ে জলে পড়ুক আর না পড়ুক, শিক্ষক থাক বা না থাক, বইপত্র কেনার বা 'ফি' দেবার সামর্থ্য থাক বা না থাক, তোমাদের শিক্ষার, দায়ভার তো এখন থেকে স্বপ্ন - দিয়ে - ঘেরা 'নলেজ সিটি'র! দেখুন তো, তাবড় - তাবড় কঠিন - জটিল সমস্যার কত সহজ - সরল চমৎকার সমাধান!
পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে, এক নামী সাংবাদিকের একটি প্রতিবেদন ঃ

… projects like a Health City in the private sector is a cruel joke amid conditions prevailing in the state… hospitals, both in the city and in the districts are hell – holes; if there are doctors, there is no medicine and vice-verse. When the whole state – owned health care system is in a mess, what trickledown effect can they (poor people) hope for… পশ্চিমবঙ্গ এখন দুরারোগ্য দুর্নীতির দুস্তর ঘূর্ণিস্রোতের করালগ্রাসে গ্রস্ত! এই দুর্নীতি সাম্প্রতিককালে এমনই এক অশুভ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সংস্কৃতির শহর কলকাতার শাসক নেতা ও নাগরিকরা সংবিধান - উল্লঙ্ঘন, আইন অমান্য করা, সামাজিক সভ্য - ব্যবস্থার পদ -দলন - কে 'বায়ে হাতকা খেল' বলে মনে করে। ক্ষমতা - প্রাপ্ত (ও ক্ষমতা অন্বেষী) নেতৃবৃন্দ এখন এখানে বিচার বা ন্যায় ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে মানতে পারছে না আর তাই সরাসরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'লালা, কলকাতা ছেড়ে পালা'জাতীয় স্লোগান তুলতে পিছ পা হয় না! ফল স্বরূপ, মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ্য বিচারালয়ে সরকারের বিদ্ধে কোন মামলায় নির্দেশ দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করতে বাধ্য হয়! কী নিদাণ, কণ অসহায়তা!

Judiciary -র সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত সংক্রান্ত লিস্টের থেকে দুটি উদাহরণ পেশ করি। প্রথমটি, কলকাতার দূষণ - বিষয়ক। সকলেই জানেন, কলকাতা সমগ্র এশিয়ার পয়লা নম্বর এবং সমস্ত পৃথিবীর চতুর্থ প্রদূষিত শহর। সুপ্রিমকোর্টের রায় অনুসরণ করে কলকাতা হাইকোর্ট বেশ কিছু আগে (এক দেড় বছরেরও বেশি) নির্দেশ জারী করেছিলেন যে কলকাতার রাস্তায় ১৫ বছরের পুরোনো বাস - মিনিবাস - ট্যাক্সি ইত্যাদি চলতে দেওয়া হবে না। নইলে 'অটো - ফিউম' বা 'এক্‌স্‌জষ্ট থেকে কলকাতার হাওয়া বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়টি, কোর্ট নির্দেশ দিল, দক্ষিণ কলকাতার রেল লাইনের ধারে - ধারে যে বস্তি গড়ে উঠেছে, তা উৎখাত করতে হবে এই আদেশে সরকার লঙঘন করে চলেছে-- এক বা একাধিক ছুতোয়!

ট্র্যান্সপোর্ট লবির চাপ বা গুপ্ত অন্য কিছু, কিংবা বোটব্যাকের রাজনীতি, --- কারণ যা হো, এ কথা অনস্বীকার্য যে কোর্টের নির্দেশ নির্দ্বিধায় অমান্য করা সাংবিদানিক গণতন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করারই নামান্তর। এ হল হালে বঙ্গদেশ!

কলকাতার বাইরে গিয়ে কবিরা গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যত কাব্যিক বর্ণনাই কন, সত্য ঘটনা এই যে, স্বাধীনতার সাতান্ন বছর আর বামফ্রন্টের আঠাশ বৎসর পরও অধিকাংশ গ্রামে শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, বিজলী নেই, রাস্তাঘাট নেই, সুশিক্ষার বন্দোবস্ত নেই, চিকিৎসার সুবিদা নেই, (বিনোদনের কথা ছেড়েই দিলাম) -- আছে অভাব অনটন, গরীবী, বেকারিত্ব, রোগ, অপুষ্টি, অনাহার, আছে রাজনৈতিক গুণ্ডামি, স্ব-শাসনের ভণ্ডামি! অথচ এর বিপরীত চিত্র হিসেবে দেখুন, কলকাতাকে তিল তিল করে তিলোত্তমা বানাবার নিরলস প্রচেষ্টা! শরীর হাড্ডিসার, মাথাটা ঢোল!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক ম্যানেজমেন্ট, কর্মসংস্কৃতি, সময় সীমা - রক্ষণ, শ্রমিক - মজদুর ক্যাডারদের 'যুদ্ধং দেহি' কার্যকলাপ, বন্ধ- ধর্মঘট কালচার ইত্যাদি ব্যাপারে যেরকম ৰ্দ্ধক্স্ত্রন্তুঙ্গ — জ্ঞন্দ্বস্তুপ্সজস্তু, তাতে যেন তেন প্রকারেণ পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণ যেকোন প্রান্ত থেকে পুঁজিপতি ধরে এনে রাতারাতি কলকাতার পর্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'মেগা -সিটি' প্রকল্প তৈরী করে, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে অনেকেই যদি 'স্ত্রস্তুস্তুজন্দ্বপ্পন্দ্ধ' এবং 'শুত্তন্প্রপ্সদ্ধনন্ত নপ্পন্দ্রব্ধনঙ্গ'অাখ্যা দিয়ে থাকেন, তবে তা খুব একটা ভুল হবে না, দোষেরও না।

রাজীবন গান্ধী বর্ণিত 'স্তুক্তন্দ্ধ স্তুনদ্ধন্তু' থেকে কলকাতার এখন আক্ষরিক অর্থে 'ড়ন্দ্ধড় — ন্দ্রপ্তুক্তন্দ্ধ স্তুনদ্ধন্তু'-তে উত্তরণের কাল। কেননা এখানে - ওপাশে বেশ কয়েকটি ন্দ্রপ্তুন্ত প্প্লন্দ্বজ্ঞ তৈরী করা হয়েছে।** যদিও তাতে সময় লেগেছে, অন্যত্র যা লাগে তার তিন - চার গুণ বেশি। রাস্তাঘাটের যা কণ অবস্থা, ফুটপাতেহকারদের তিন - লাইনের দোকান, চারদিকের নোংরা - আবর্জনার জঞ্জাল, ফ্লাইওভারের নীচে, রাস্তার মোড়ে, ধারে ধারে বহিরাগতদের পুত্রকন্যাসহ সংসার, অলিতে গলিতে খোলা রাস্তায় রাশি রাশি ভাত - ডাল - মাছের ঢালাও ব্যবসা, উনুনের ধোঁয়া কয়লার ছাই -এরস্তূপ -- সব মিলিয়ে কলকাতা শহরের চালচিত্র টি বড়ই দৃষ্টিনন্দন, কী বলেন? রাত্রিরে মশা, দিনে মাছি -- এই নিয়ে আমরা, কলকাতায় বেশ আছি।

তবু।

তবু, একটি 'ক্লিশে-যা পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনে টি.ভিতে এখানকার মহারথীদের বক্তৃতায় প্রায়ই শুনতে পাই--ব্যবহার করে বলতে হয় ঃ কলকাতা আছে কলকাতাতেই! যার জন্য কলকাতা, তা বোধ করি এখনও অক্ষুণ্ণ। নষ্ট হয়নি, হারিয়ে যায়নি। তা হল ***

ঞ্চঞ্চসাধারণ বুদ্ধিতে, ফ্লাইওবার বানানো হয় পথযাত্রী ও যানবাহনের দ্রুততার চলাচলের সুবিধার জন্য। কল কাতার বেশ কিছু বড় - বড় ফ্লাইওভার কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ। এক, ফ্লাইওভার - এর উপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের সংখ্যা পূর্বানুমান থেকে অনেক কম। দুই, ফ্লাইওভারের ফলে যানজট তো কমেই নি, বরং কোথাও কোথাও বেড়ে গেছে। তাহলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এই ফ্লাইওভার তৈরী করাই বা কীসের স্বার্থে ?

***কলকাতার হৃদয়! হৃদয়ের অনুভাবী উত্তাপ! কলকাতা যদি 'সিটি অফ জয়' হয়, তার কারণ বস্তি নয়, রিক্সা নয়, উপচে পড়া ড্রেন নয়, রাস্তায় রাস্তায় জমানো জঞ্জাল নয়, ভাঙা - চোরা শ্যাওলা - পড়া বাড়িগুলি নয় -- এই প্রায় - পোড়ো বাড়িগুলির প্রাণচঞ্চল মানুষগুলি, যাদের শত দুঃখকষ্ট অভাব অনটন ছাপিয়ে মানবিকতার উষ্ণতা প্রোজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। যাদের পরকে আপন করার প্রবৃত্তিতাদের হৃদয়বত্তার নির্ভুল পরিচয় বহন করে। কলকাতার মানসিক সাংস্কৃতিক ঐর্য্যের ঐতিহ্য আজো সমানে চলেছে। কি সাহিত্যে, সংগীতে, নাটকে, চিত্রকলায়, শিল্পসৌকর্যে --কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তার গৌরবমন্ডিত ইতিহাস নিয়ে ন্যায়তই গর্ববোধ করতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র - শরৎচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি নিয়ে তো কিছু বলারই প্রয়োজন দেখি না --- রবীন্দ্রোত্তর তারাশঙ্কর - বিভূতিভূষণ - প্রেমেন - অচিন্ত্য - বুদ্ধ - মানিক পর্যায়ে লেখকই বা সারা ভারতে কজন? কবি হিসেবে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্তরের ক'জনকে পাওয়া যাবে? একথা ঠিক যে ধ্রুপদী সংগীত বা নৃত্যে বাঙালার উল্লেখযোগ্য ঘরানা এককালে থাকলেও আজ তেমন করে আর চর্চিত নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভাবনীয় সৌকর্য - সৌন্দর্য ও ঐর্যসম্ভার শুধু ভারতবর্ষ কেন নিঃসন্দেহে সারা বিশ্বের গর্বের বস্তু হওয়ার যোগ্য। লুপ্তপ্রায়, ভুলে যাওয়া বাংলার ধ্রুপদী নৃত্য ('গৌড়ীয় নৃত্য') নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন নৃত্যশিল্পী ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়। আর, রবীন্দ্র নৃত্য (নাট্য নয়) নিয়ে ভাবনা - চিন্তা করেছেন গু বাল্মিকী ব্যানার্জী (দিল্লী)। কলকাতার পেশাদারী নাটকের মান যেমন একদিকে ঈর্ষণীয় ছিল, অপেশাদারী নাট্য আন্দোলনও তেমনি সমাজচেতনা, প্রগতি - ভাবনা, আঙ্গিক, মঞ্চ - সজ্জা, আলোক - বিন্যাস, অভিনয়ে কলকাতাকে সারা দেশে গুণে মানে অগ্রণীর সম্মান এনে দিয়েছে। তাপস সেনের মত মঞ্চালোকশিল্পীসারা দেশে একজনও কি আছে? (দুঃখের বিষয় এই যে কলকাতার নামী সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের মধ্যেও মৌলিক - নাট্য - সাহিত্য রচনার প্রতি অনীহা দৃষ্টিকটুভাবে বিদ্যমান! আমি বিভাস চক্রবর্তী সহ অন্য বেশ কয়েকজন নাট্য - লেখক - পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে সদুত্তর পাইনি। বাংলা নাট্য ক্ষেত্রে অনুবাদ, ছায়া - বা ভাব - অবলম্বনের প্রাধান্য প্রকৃতই পরিতাপের বস্তু।) সত্যজিৎ রায় তো,সিনেমা জগতে, বাংলা কেন, ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর একজন প্রণম্য প্রবাদপুষ। সিনেমা সংগীতে পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, এস.ডি.বর্মন, রাহুল দেব বর্মন, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখার্জীরা বাংলার নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ধর্ম - দর্শন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ লক্ষ লক্ষ মানুষের

কাছে এক অবিস্মরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় নাম। সমাজ সংস্কারে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসামান্য মনন ও অদ্বিতীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ সবের সমাহারে রচিত মূর্তিরূপের generie নাম যদি হয় সংস্কৃতি, তাহলে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি - ঐশ্বর্য তর্কাতীত ভাবে সর্বস্বীকৃত ছিল। শিক্ষা - দীক্ষা, প্রযুক্তি - বিদ্যা, আইন - চিকিৎসা - অধ্যাপনা এমন বহু বিষয়ে বঙ্গবাসীর অবস্থান ও সুদূর - প্রসারী আধিপত্য একদা সকলের সপ্রশংস সম্মান আদায় করেছে। এখানে সব থেকে গুত্বপূর্ণ শব্দটি হল 'একদা'। অদ্য নয়। আজ না, এখন আর নয়!

আজকের বঙ্গের চালচিত্রটা সম্পূর্ণই অন্যরকম। আগে যদি কলকাতাকে দেশের 'সংস্কৃতি - রাজধানী' (Cultural capital) বলা হত (এবং হয় তো সত্যি - সত্যি বলা যেত), আজ তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিক বঙ্গ সংস্কৃতি তার প্রাণস্পন্দন হারিয়েছে, জীবন - চেতনা, খুইয়েছে, মহত্তর মানবিকতার মনন, বোধ ধী, সবই হারিয়ে ফেলেছে। ত্রম - অবনমন এবং দ্রুত 'রাজনীতি - করণে'র করাল গ্রাসে সংস্কৃতি আজ অক্টোপাসিত!
মুক্তির উপায়?
এরকম জটিল প্রশ্নের সরল উত্তর দেওয়া কি সহজ? না কি সম্ভব? উত্তরের আগে আর একটি প্রশ্ন করা যাক। মুক্তির উপায় চায় কে? খুঁজছেই বা কে? বাঙালিকে এ যাবৎ শুনে এসেছি, আত্মবিস্মৃত জাতি। হালের অভিজ্ঞতা বলছে, বাঙালি আত্মহত্যাপ্রবণ জাতও বটে। আত্মহননে বদ্ধপরিকর কাউকে বাঁচানো কি চারটেখানি কথা। জাতি হিসেবে বাঙালিরা সত্যি কী পুনত্থান, আত্মজাগরণ চায়? মনে তো হয় না।

জীবনে সাফল্যলাভ করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সুচিন্তিত পূর্বপরিকল্পিত পরিযোজনা চাই। যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে স্থির লক্ষ্য বা goal যার অনুপ্রাণন হল উচ্চাকাঙ্খা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল একটি blue print বা ঠব্জ্রপ্পন্দ্বভ্রপ্সব্জন্স প্সন্দ্রত্র ক্ষাপ্তক্ক আধুনিক ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলা হয়, 'plan the process : process the plan'. পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ব্যাপারে উল্লিখিত কোন agenda চোখে পড়ে না! প্রবীন বাঙালিরা অতীতের (সুখ) স্মৃতি দিয়ে বাঁচতে চায়, মধ্যবয়স্কবর্গ বর্তমানকে কোনমতে চালিয়ে নিতে ব্যস্ত, আরনবীন প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতের বড় কিছু স্বপ্ন নেই। সাধারণভাবে, achievement orientation নেই, commitment-এর অভাব, killer instinct একেবারেই অনুপস্থিত। প্রবাদে আছে, শুটা ঠিক হলে অর্ধেক যুদ্ধ জেতা হয়ে যায়। বাঙালির ব্যাপারে শুটা করি কোথায়?
যেখানে সরকার স্বয়ং ধর্মঘট করায়, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ কথায় কথায় 'বন্‌ধ' -এর ডাক দেয়, প্রশাসন - শিক্ষালয় - হাসপাতাল - শিল্পকারখানা সর্বত্র কর্মসংস্কৃতির মূলে কুঠারঘাত করে। সেখানে সবই তো শেষ, শু হবে কোথায়, কী করে? ২৯ সেপ্টেম্বরের 'The Telegraph-এর সম্পাদকীয় থেকে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ '্ন্দ্বব্দব্ধ চন্দ্বস্থপ্ত নব্দত্রপ্তভ্রভ্রব্দত্র ব্দব্ধন্দ্বক্ষত্রড়ন্দ্বস্তু প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব জন্দ্বব্দব্ধ প্সন্দ্র ঢস্তুন্দ্র. বপ্সস্তুন্তু, India will suffer an industrial strike but West Bengal will have to endure a complete strike. West Bengal will further tarnish its image as a state that shirks work and loves strikes'...
অতি সাম্প্রতিক ঘটনা অতি প্রাসঙ্গিক। ধর্মঘট হরতাল, 'বনধ', চাক্কাজাম, মিছিল, 'চলবে না, চলবে না' -র আন্দোলন। সবাইকে নিপাতে পাঠাবার স্লোগান কুশপুত্তলিকা দান - এই যেখানে সংস্কৃতির শু, শেষ তার হতেই হবে আত্মহননে। 'বাম' - রাজত্বে, 'দক্ষিণ' (right) -এর দাক্ষিণ্য যে চোখে পড়ে না -- বিধিও হেথায় 'বাম'! হবে না -ই বা কেন? নেতিবাচক নেতৃবৃন্দের ন্যক্কারজনক ভণ্ডামি, রাজনৈতিক পার্টিগুলির 'ক্যাডার' নামানো গুন্ডামি, আর সর্বাত্মক ধ্বংসাত্মক পরিবেশ -- সব মিলিয়ে সুস্থ, ঋদ্ধ সমাজজীবন বুঝি এই সংস্কৃতির রাজধানীতে আর বেশি দিন সম্ভবই হবে না।

একটা লেখায় যেমন পড়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের 'Cartelization of civil society is nearly complete'। যে হারে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক - সাংস্কৃতিক - অর্থনৈতিক সমস্যা তো দিন দিন বাড়ছেই, এমন কি অদূর ভবিষ্যতে 'ডেমোগ্রাফিক' সংকটও যে ভয়ংকর রূপে প্রকট হতে পারে, তার আশংকাকে আর হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে - গঞ্জে, শহরে - নগরে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাঙনের রাজনীতি। আজ গরীব কৃষকদের চাষের জমি অধিগ্রহণ করে ইন্দোনেশিয়ার Salim গ্রুপকে দিয়ে কলকাতার উপান্তে মেগাসিটি পত্তন করলেই বঙ্গদেশ আবার রঙ্গে ভরে উঠবে? বঙ্গ গঠনে বঙ্গবাসী ও বাংলাভাষীর কোন ভূমিকা থাকবে না? সবেধন নীলমণি বাঙালি শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জীর সঙ্গে বঙ্গ - সরকারের ঝগড়া বিবাদই মিটছে না -- এই তো আমাদের স্বজাতি প্রীতি। বাংলার বাইরে থেকে Wipro-র আজিম প্রেমজী কিংবা Infosys-এর নারায়ণ মূর্তি জাতীয় কিছু বড় কর্তাকে আমন্ত্রণ করে, জামাই খাতিরে, সল্টলেকে টেকনোলজি পার্ক (বা সিটি) জাতীয় কিছু বানিয়ে নিলেই দায়িত্ব সারা হল? -- তাতে মানে এই 'ঢ.ব.,করে চেঁচালেই, মালদহে গঙ্গার ভাঙন ঠেকানো যাবে কি? কিংবা বৃহত্তর কোচবিহার আন্দোলনের সমাধান করা যাবে কি? নাকি এদের দায়বদ্ধতার পালা শেষ হয়ে যাবে? বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজের আসল সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার সরকারি প্রচেষ্টা ও প্রবণতা সর্বনাশ ডেকে আনছে। যা হচ্ছে, তা কার জন্য হচ্ছে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে দেবে? মার্কস মহোদয় তাঁর কবরে পাশ ফিরে শুলেন বুঝি! আর ভাবছেন ঃ 'বেঁচে থাকলে Das Kapital -কে নির্ঘাৎ আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হত। হে মহামান্য মার্কস, মার্কস বাদি - সমাজবাদী - শাসিত (আসলে, শোষিত) বঙ্গ সমাজের চিত্ররূপ দেখে আপনার রচিত magnum opus - এর জন্য অনুশোচনা হয় না?
একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নতুন 'নার্সারি রাইমস' লেখার এক সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতায় (১০,০০০ ছাড়ার মধ্যে) প্রথম স্থানাধিকারিণী অ্যাঞ্জেলা মার্টিনের লেখাটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Tony Bony's এর উপর - তার 'ইরাক যুদ্ধ' সমর্থন এবং তাতে যোগদানের জন্য, অর্থাৎ বিদ্ধে। নাম ঃ 'ড্রন্সন্দ্বব্জ বপ্সঌন্তু 's ত্নন্দ্রভ্রন্ত্র'. পদ্যটি পড়ুন ঃ

'ড্রন্সন্দ্বব্জ বপ্সঌস্তুভ্রন্ত্রান্দ্বস্তুত্র ক্ষানভ্রন্ত্র
দ্দন্দ্বব্জন্তু ব্জপ্সাব্তঌস্তুত্রস্তু ব্ধড়ন্ঌ
He said he added olives
চব্তব্ধ ড়ন্দ্ব ঞ্ন্দ্বন্দ্বব্জ ক্ষাব্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্বপ্প ন্ঌ.
The stuff that he had grated
ট্রঌস্তু ব্দক্ষাব্জন্ঌসপ্তন্দ্বস্তু প্সঌ ব্ধপ্স ক্ষাপ্তন্দ্ধব্দন্দ্ব
Was only yellow sawdust
টপ্তব্ধড়প্সাব্তব্ধড় ড়ন্দ্ব ন্ত্রপ্তপ্তন্দ্বস্তু নব্ধ ন্তুড়ন্দ্বন্দ্বব্দন্দ্ব,
The rich tomato topping

ত্রব্দস্পব্ধড়ন্দ্ধপ্পস্তব্ধ ব্ধড্ড স্তুব্দ

So baker Ton’s pizza

ত্ত্রস্তন্দ্বত্রপ্তপ্ত ব্ধড়ন্দ্ব স্তড়নপ্তস্তব্জন্দ্ধ স্তব্জস্তু*

Tony নামটা পাল্টে দিলে এই শিশু - ভোলানো ছড়াটি অনৃত ভাষণ, অশুভ আচরণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের ব্যঙ্গ - চিত্রটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে ! ‘কী বলছি আর কি করছি’র ফারাকটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> সমাজ বিন্যাসের ইতিহাস বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের কথা এবং তাহারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ভাষাতত্ত্বের কথা। সেই জন্য বাঙালীর ইতিহিাসের গোড়ার কথা বাঙালীর নবতত্ত্বের কথা, বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ভাষার কথা, বাঙালীর জন, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট উষাকালের কথা। বাঙালীর জন - গঠনের এই গোড়াকার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাংলার ... সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়িবে না।
>
> বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), নীহাররঞ্জন রায়

পাঠককুল, ভুল বুঝবেন না। একজন ‘ডাই - হার্ড’ ও ‘ক্রণিক’ ‘কলকাতানে’র স্বপ্নভঙ্গ ও আশাভঙ্গের রোদনভরা এ প্রতিবেদন। কী করা -- বঙ্গদেশের রঙ্গ সবটাই যে আজ ব্যঙ্গে ভরা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com